॥ পূজক সম্প্রদায় ॥

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানাদি নির্বাহের জন্য ইঁহাদের নিজস্ব সামাজিক পূজক রহিয়াছে। এই পূজকগণ সাধারণভাবে এই সমস্ত নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, যথা, অধিকারী, দেউসি, ভোগিয়া, ওঝা, কীর্তনিয়া প্রভৃতি। এই পূজকদিগের সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা থাকিলে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত পূজা-পার্বণাদি বুঝিতে সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা যাইতেছে।

অধিকারী :—

প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়ীতে উত্তর-পূর্ব [illegible] কোণে একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা [illegible] কর্তব্য বলিয়া এই সমাজে বিবেচিত হয়। [illegible] এই তুলসীমঞ্চেই রাজবংশীদের যাবতীয় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দশকর্মবিধি ও লোকাচার-নীতিগত পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] পূজাকর্মও এইখানেই সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল পূজার দায়িত্ব ও অধিকার একমাত্র সামাজিক পূজারী অধিকারী সম্প্রদায়ের।

অধিকারী সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি [illegible] চক্রবর্তী, অপরটি [illegible] অর্থাৎ পত্রধারী বা কান-ফুকনী। চক্রবর্তীর একটি [illegible] হইয়া থাকিতে পারেন। রাজবংশী সমাজে চক্রবর্তী অধিকারীদিগের পূজা করিবার অধিকার [illegible] এবং তাঁহারা শিষ্যগ্রহণে সক্ষম। অধুনা সামান্য কিছু লোক [illegible] শিষ্য গ্রহণ করিলেও [illegible] সাধারণতঃ সকলেই চক্রবর্তী অধিকারীদেরই শিষ্য। কানফুকনী বা পত্রধারী অধিকারীদের পূজার [illegible] একপুরুষী। ইঁহারা প্রথমে চক্রবর্তী অধিকারীর নিকট মন্ত্র ও পূজাপাঠের যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা শিখিবার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু কানে [illegible] ফুঁক দেন। এই [illegible] ব্যাপারটি হইতেই পত্রধারী বা [illegible] এবং কানে ফুঁক দেওয়ার [illegible] কান-ফুকনী [illegible] আসিতে পারে। [illegible] ব্যাপারটি [illegible] নির্দেশ করিতেছে যে চক্রবর্তী [illegible] অধিকারী [illegible] বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং কানফুকনীরা তাহা নহেন। এই অনুমানটির স্বপক্ষে [illegible] তিনটি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রমাণঃ চক্রবর্তীদের মধ্যে একটি [illegible] বলিয়া ইঁহারা নিজেদের মনে করিয়া থাকেন যেমন—নিত্যানন্দ, বলরাম, চৈতন্য, অদ্বৈত, গদাধর প্রভৃতি। সম্ভবতঃ চক্রবর্তীরা এই সমস্ত বৈষ্ণব সাধক মহাজন বা প্রবর্তকদের শিষ্য-প্রশিষ্য। দ্বিতীয়তঃ, কোচবিহার-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে যাহাদের বলা হয় চক্রবর্তী ও পত্রধারী, অন্য তিনটি জেলাতে তাঁহাদের বলা হইয়া থাকে যথাক্রমে গোঁসাই এবং শুধু অধিকারী। শিষ্য গ্রহণের অধিকার কেবল গোঁসাইদের। এই শব্দটি গোস্বামী শব্দ হইতে আগত হইয়াছে। তৃতীয় প্রমাণ, চক্রবর্তীদের বংশানুক্রমিক উপাধি অধিকারী, কিন্তু পত্রধারীরা সাধারণভাবে রায়, বর্মণ ইত্যাদি পারিবারিক উপাধিই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের পূজা সম্পন্ন করেন অধিকারী সম্প্রদায়, কিন্তু [illegible] এবং উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে এই পূজা যাঁহারা নির্বাহ করেন তাঁহারা ধামী ও ধামী নামে পরিচিত। এই সব অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের থানটিকে 'ধাম' বলা হয়। আর এই থানে একাধিক গ্রামদেবতা পূজা পাইয়া থাকেন বলিয়া ধাম শব্দটির মধ্যে সঙ্গতি থাকিতে পারে। সুতরাং ধামের পূজারী ধামী এবং দেবতাকে [illegible] করা হইতে 'ধামী' নামটির উৎপত্তি অসম্ভব না হইতেও পারে।

দেউসি :—

সাধারণতঃ কালীমন্দির, ভাণ্ডানী মন্দির, মহাকাল মন্দির প্রভৃতি এবং চড়ক অনুষ্ঠানের পূজা করিতে দেউসি নামে একটি পুরোহিত শ্রেণী পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে শব্দটি সংস্কৃত দেবর্ষি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যথা দেবর্ষি, দেবসি, দেউসি। কতক কতক অঞ্চলে চড়কপূজার সংশ্লিষ্ট প্রধান পুরোহিতকে দেও-বংশীও বলা হইয়া থাকে। শব্দটি দেব + অংশী বা দেব-বংশী হইতে আসিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ এই দেবাংশী

শব্দটি অধিকের প্রচলিত। কিন্তু, প্রথমতঃ, অধিকতর চালু বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু ইহা পশ্চিমবঙ্গের এক অঞ্চল হইতে অতি আধুনিক-কালে আমদানী করা হইতে পারে সেই হেতু দেউসি শব্দটিই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

চণ্ডক ও আত্তানীদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণের কোন অধিকার নাই, উড়বংশের পুরাতীন কালীমন্দির গুলির পূজারেও ব্রাহ্মণ থাকেননা। যদিও শহরাঞ্চলে উপকণ্ঠস্থিত গ্রামগুলিতে কিছু কিছু কালীপূজা ব্রাহ্মণে সম্পন্ন করিতে ইদানীং দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহা সংখ্যায় নগণ্য। গ্রামের কোন কালীপূজায় ব্রাহ্মণ থাকিলেও সেখানে প্রাথমিকভাবে দেউসি দ্বারা স্বতন্ত্র পূজা দান আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহাই হউক, সাধারণ পূজাগুলিতে দেবতাগণের পূজার যথাবিহিত মন্ত্রাদি ও অনুষ্ঠান পালন, ভক্তের কামনা-বাসনা দেবতাকে অবগত করা এবং অপরপক্ষে দেবতার পক্ষ হইতে মানসকারীকে যথাযোগ্য অভয় ও আশীর্বাদ দান অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্ম এই দেউসিরা করিয়া থাকেন। বাজবংশীদের ধারণায় যোগ্য দেউসির মন্ত্রোচ্চারণের মন্ত্র মহিমাতেই দেবতা জাগ্রত থাকেন, কিংবা অযোগ্য কোন দেউসির দুর্বল মন্ত্রের কারণে দেবতা ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়েন। এই দেউসি চণ্ডকপূজায় তাঁহার অনুগামী সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেন এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় মন্ত্রবলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভর তুলিয়া দেবমহিমা ও ধর্মমহিমা প্রচার করেন।

জৌরিয়া :—

দেউসির মন্ত্রপূত জল নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ছিটাইয়া দিলে যাঁহার ভর উঠে তাঁহাকে বলা হয় জৌরিয়া বা বিশেষ দেবতার ঘোড়া, যেমন কালীর ঘোড়া, তিস্তাবুড়ীর ঘোড়া ইত্যাদি। ভর উঠিবার কালে সেই ব্যক্তির কাঁপুনি আসে এবং তিনি লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বেড়ান। এই সময় তাঁহার হাতে একটি বেতের ছড়ি থাকে এবং উহার দ্বারা তিনি নিজেই নিজের পিঠে সজোরে আঘাত করিতে থাকেন। বেত্রাঘাত করিবার ব্যাপারটি দেহে দেবতা প্রবেশের এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির 'ঘোড়া'-য় রূপান্তরিত হইবার পরিচায়ক। ইহার পর জৌরিয়াটি পদ্মাসন করিয়া থানে বসিয়া পড়েন, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সুখ-দুঃখ-বাধা-বেদনার কাহিনী শুনেন এবং প্রতিকারের যথাবিহিত পন্থা নির্দেশ দিয়া আশীর্বাদদান করেন। পূজা বা অনুষ্ঠান শেষে দেউসির মন্ত্রপূত জল পুনরায় ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলে তিনি কিছুক্ষণ নিঃসাড় হইয়া থানের উপর মাটিতে শুইয়া পড়েন, কিছুক্ষণ পর সুস্থ হইলে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। ভরগ্রস্ত থাকিবার সময়কার ঘটনাগুলি, অর্থাৎ লম্ফ ঝম্ফ করা, স্বদেহে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি ভর কাটিয়া গেলে জৌরিয়ার স্মরণে নাকি থাকে না, কিংবা কোনরূপ যন্ত্রণা বোধও নাকি করেননা।

ভরের অপর একটি প্রতিশব্দ দেহর, যেমন দেহর করা, দেহর দেখা, দেহর দেওয়া। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে "প্রচলিত দেহরী বা দেহরিয়া" শব্দটি এতদপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। শব্দটির অর্থ যিনি দেহর করেন অর্থাৎ যাঁহার ভর উঠে।

তিস্তাবুড়ী ঠাকুরাণীর জৌরিয়ার নাম ঝাঁকা, ঝামুনা বা ঝাঁওয়া। ইহা "দেবধান" শব্দনিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তথাই অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের থানে অম্বুবাচী সংপৃক্ত অনুষ্ঠানে দেবতার ভর উঠে। এই জৌরিয়াকে বলা হয় "বাড়ামি"। পশ্চিমবঙ্গে "বাড়াম" নামে এক দেবতার পূজা হয় এবং দেবতাটি একটি গ্রামদেবতা বিশেষ।[৮] বড়াম ঠাকুরের থানে যাঁহার ভর উঠে তাঁহাকে বাড়ামি বলা অসম্ভব না হইলেও পারে। আবার পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় গ্রামঠাকুরের থানের নামেই বড়াম থান। বড়াম থানের জৌরিয়া হিসাবে বড়ামি এবং পরে বাড়ামি নাম আসিয়া থাকিতে পারে।

মেচেনী বা জৈবহ দেবী পর্যন্ত হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে তিস্তাবুড়ী পূজায় সাধারণতঃ ঝাঁমুনা নিয়োগ করা হয়। তবে মানসিক কারণে বৎসরের যে কোন সময়েও ইহা করা যাইতে পারে। দীপান্বিতাকালীন অমাবস্যায় কালীপূজার সময় ছাড়াও কোথাও কোথাও শনি ও মঙ্গলবারে নিয়মিত দেহরের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহরের ব্যাপারটি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে যাইতেছে। কতক কতক অঞ্চলে কালী প্রভৃতি মন্দিরে এখনও জৌরিয়া সাধা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ী জেলার ধূপগুড়ী থানার অন্তর্গত ১নং শালবাড়ী অঞ্চলের গুড়াবাড়ী গ্রামে বৎসর কয়েক পূর্বে চেকিয়ামতী ঠাকুরের থানে অনৈকা বিধবা স্ত্রীলোকের ভর উঠিত। থানে ১১/১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি চেকিয়া অর্থাৎ ফার্ন গাছ ছিল, এই চেকিয়া হইতেই থানটির নাম চেকিয়ামতী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে গাছটি মারা যাওয়াতে থানটির

মাহাত্ম্য লুপ্ত হইয়াছে এবং তার উঠাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ঐ পুস্তকের যে একটি ভূমিকা বর্তমান ছিল বিষয়টি তাহারই দিঙ্‌নির্দেশ করিতেছে।''

কীর্তিনীয়া :—

মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনের জন্য যে শ্রেণীটি নিযুক্ত তাঁহাদের "কীর্তিনীয়া" বলা হইয়া থাকে। শবদেহ অনুগমন হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচমুক্তির ১০ দিন'' পর্যন্ত ইহাদের কাজ। মৃতের বাড়ী হইতে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ইঁহারা কীর্তনের সুরে ভগবানের নাম ও খোল সহকারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলে কীর্তিনীয়া শব্দটি আসিয়া থাকে। মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব যেমন কাষ্ঠচালান, গৃহশুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম কীর্তিনীয়াগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

ওঝা :—

যেমন বাংলা ভাষার বাবা বোঝা, উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের ভাষায় তাহা ওঝা বা অঝা হইয়াছে। সাধারণ ঝাড়-ফাঁড়া হইতে ঔষধ প্রদান, ভূত প্রেত ইত্যাদি অশরীরি আত্মার অত্যাচার হইতে রক্ষাকরণ, সর্পদংশনজনিত "বিষঝাড়া" প্রভৃতি নানাবিধ কর্মের জন্য ওঝাদের প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব আছে। যখন উত্তরবঙ্গে ডাক্তার ও আধুনিক বৈদ্য ছিল না তখন ইঁহারাই গ্রামীণ লোকের একমাত্র পরম সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শত্রুদমন, ভূতাবিষ্টের আরোগ্য-করণ, দৈহিক বা পারিবারিক নানা বিপত্তি দূরীকরণের জন্য 'সেবা' অর্থাৎ পূজা আনয়ন, হৃত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য নানা আধিভৌতিক ক্রিয়া সম্পাদন, গ্রামে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের মারাত্মক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে অন্য গ্রামে চালানকরণ ইত্যাদি জাতীয় নানাবিধ বহুরূপ কাজের সহিত ওঝাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জড়িত। গুণিক বলিয়াও ইঁহাদের অন্য একটি পরিচয় আছে।'' উল্লিখিত কর্মগুলিকে গুণ করাও বলা হইয়া থাকে। সুতরাং গুণিক বলিবার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অন্যান্য :—

উপরিবর্ণিত অধিকারী, দেউসি, জোতিষী, ওঝা ও কীর্তিনীয়া ছাড়াও রাজবংশী সমাজে এই জাতীয় আরও কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পালাগান পরিবেশন করিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম গীদাল অর্থাৎ গীতকার বা চলিত বাংলায় গায়েন। দলের মূল গীদালকে অবশ্যই কিছু মন্ত্র-তন্ত্র জানিতে হয়। বিষহরির ভাসান ও সত্যপীর প্রভৃতি পালাবদ্ধ গানের দলের মূল গীদাল বা দলের অন্য কাহাকেও প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিযোগিতার কালে কিছু আভিচারিক কর্মের গোপন রহস্য জানিয়া বা শিখিয়া লইতে হয়। মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে জিতিবার জন্য উত্তরবাংলার জোতদারগণ এসব [illegible] শিখিয়া লইতেন। বাসের-ফুল-মালা, ব্যাঙ্গাবিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্ত্রীলোক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং পূজিকা তাহারা নিজেরাই। মেচেনী খেলা ও হুদুমদেও খেলায় একমাত্র নারীগণ অংশগ্রহণ করে, পুরুষের কোন প্রবেশাধিকার সেখানে থাকে না। ফলে এই দুই ক্ষেত্রে পূজা হইতে যাবতীয় কর্ম দলের দাড়োয়ানী অর্থাৎ প্রধানা বা সম্পাদিকাকে সম্পন্ন করিতে হয়।

রাজবংশী সমাজের বিশিষ্ট ও সম্মানিত পূজক অধিকারী শ্রেণীর উদ্ভবের বিষয়টি ইহাদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ভূমিকাতে রাজবংশী সমাজটির ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সমর্থন করিতে আমরা কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছি। রাজবংশীদিগের দাবী যে তাহারা যখন পরশুরামের ভয়ে সংকুচিত হইয়া উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশধারী হইয়াছিল, তখনই ব্রাহ্মণবর্ণবিহিত পূজাগুলি যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় তজ্জন্য স্ব-সমাজভুক্ত উচ্চগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পূজাদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার দান ব্যাপারটি হইতেই 'অধিকারী' নামটি সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রাজবংশীদের এবংবিধ দাবীর কোন যুক্তি নাই বলিয়া মনে হয়। যেমন—

প্রথমতঃ, কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র গ্রন্থগুলিতে রাজবংশীদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বের যে পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় তাহাতে অধিকারী নামীয় কোন পূজক শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রাজবংশীরা কেবলমাত্র অধিকারীদের পূজায় অধিকার দানের কথাই বলিয়া থাকে, দেউসি-ওঝা প্রভৃতিদের সম্পর্কে এমন কোন যুক্তি দেয় না। অধিকারীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাদানের রীতি প্রবর্তনের একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিকভাবে একটি সুর

রহিয়াছে। কেননা রোগাদি দূরীকরণ অথবা জীবিকার্জন কারণ হইতেই সেইসব ওঝাদের পূজাপাঠ উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, আমরা নিশ্চয়ই একথা স্মরণে রাখিয়াছি যে চক্রধারী অধিকারীরা বৈষ্ণব মহাজনদের শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে পারেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের পদাবলীর ভণিতাটি এই অনুমান করিতে বাধ্য করায়। খ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এতদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং তৎপুত্র বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় যে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। '' তবুও যদি আমরা ধরিয়া লই যে খ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতির কালেই উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ঐ সময়েই রাজবংশীদের, বিশেষতঃ চক্রধারী গোষ্ঠির মধ্যে এই নবাগত ধর্মকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পরশুরামের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে উত্তরবঙ্গে আগমন এবং উক্ত পাপের জন্য ধর্মকর্ম আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য অধিকারী নিয়োগ বিষয় দুইটির কোন সম্পর্ক থাকে না। অন্ততঃ ইতিহাস ইহার সমর্থন করিতে চাহিবে না।

চতুর্থতঃ পরশুরাম নির্ভর জনশ্রুতিটির কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং আত্মগোপন এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিকারী নিয়োগের বিষয়টিকেও ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ জনশ্রুতি অবলম্বনে রাজবংশী জাতির যে সকল ইতিহাস এযাবৎকাল মুদ্রিত হইয়াছে *সেইগুলিতে অধিকারী প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত নাই।* ''

সেইসঙ্গে ওঝা ভোরিয়া কীর্তনীয়া প্রভৃতি পূজকদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলিতে আড়ম্বরের তীব্রতা রহিয়াছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গের প্রায় অধিক অঞ্চল একদা প্রসিদ্ধ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া কামরূপের তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কামাখ্যার প্রভাব যে স্বাভাবিকভাবেই এতদঞ্চলের অধিবাসীদের উপর পড়িতে পারে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। কাজে কাজেই উক্ত পূজকদের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের প্রভাব পাওয়া অসম্ভব নহে।

পূজা পার্বণের তালিকা

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশ গ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাচ	মন্তব্য
১	বিশুয়া	চৈত্র সংক্রান্তি	পুরুষ	—	কৃষি, জাদু বিশ্বাস, বন্যপশু আক্রমণ প্রতিরোধ।
২	বৈশাখী ও আষাঢ়ী সেবা	বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত	পুরুষ	—	কৃষি
৩	গ্রাম ঠাকুর	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়	পুরুষ	—	কৃষি
৪	তিস্তাবুড়ি	বৈশাখের যে কোন দিন	নারী	মেচেনী খেলার গান	কৃষি ও নদীপূজা
৫	পাঁচয়না	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের যে কোন দিন	পুরুষ	—	কৃষি
৬	আমাতি	আষাঢ়	সাধারণ, ১টি অংশ শিশু নিষিদ্ধ।	—	কৃষি
৭	ডাকলক্ষ্মী	আশ্বিন সংক্রান্তি	পুরুষ	ছড়াযুক্ত	কৃষি
৮	ধানের ফুল আনা	কার্তিক	নারী	—	কৃষি
৯	[illegible]	অগ্রহায়ণ	শিশু	—	কৃষি
১০	বিষহরি	নাগ পঞ্চমী	সাধারণ	ভাসান	সর্পপূজা, সর্বমঙ্গল কামনা, প্রজনন? মানত বা বিবাহ কালে পূজার ব্যবস্থা আছে।
১১	যাত্রা পূজা	শারদীয়া নবমী বা দশমী	সাধারণ	—	কৃষি, গোসেবা, বিদ্যার দেবী আরাধনা
১২	ভাণ্ডানী	শারদীয়া একাদশী হইতে পূর্ণিমা	সাধারণ	—	বন্দুক ভীতি, কৃষি, সর্বমঙ্গল কামনা
১৩	হুদুমদেও ও ব্যাঙের বিয়া	জ্যৈষ্ঠ মাস	নারী	হুদুমদেও খেলার গান	অনাবৃষ্টি কালে বরুণদেবতার পূজা, কৃষি
১৪	কালী ঠাকুরানী থকা দেওয়া, বাঘের খাওয়ান	দীপান্বিতার অমাবস্যা	সাধারণ	চোরখেলা, চোর চুন্নী গান	সর্বমঙ্গল কামনা। মন্দিরে নিত্য পূজা বা শনি ও মঙ্গলবার নির্দিষ্ট পূজা। তবে ঐ অঞ্চলে গ্রাম ঠাকুর পূজার কালীপূজা।
১৫	সত্যপীর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	পুরুষ	সত্যপীর	হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়
১৬	[illegible]	ভাদ্র মাসের যে কোন বৃহস্পতিবার	নারী		ঐ
১৭	পাগেলাপীর	ফাল্গুনের ১৩ তারিখ	বালক	ছড়া	ঐ
১৮	রাখাল ঠাকুর	ঐ	ঐ	—	—
১৯	ভাঙ্গার ঘর চুরা	দোল পূর্ণিমার পূর্ব দিবস	ঐ	ভাঙ্গার ঘর চুরার গান	দোলোৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি?
২০	মদনকাম	বৈশাখ	পুরুষ	বাঁশ খেলার গান	বৃক্ষ পূজা, প্রজনন?

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশ গ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাচ	মন্তব্য
২১	শিব ও তাঁহার অনুগামী সমূহ	শিবচতুর্দশি	সাধারণ	—	কৃষি। অনুগামীদের বেলায় শিবচতুর্দশি ছাড়াও পূজা হইতে পারে।
২২	ঝিঙা ঠাকুর	অনির্দিষ্ট	নারী	—	বৃক্ষ পূজা ও প্রজনন
২৩	নবান্ন	অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস বা পঞ্জিকানুসারে	সাধারণ	—	কৃষি
২৪	পুষনা	পৌষ সংক্রান্তি	সাধারণ	—	কৃষি
২৫	শিয়াল ঠাকুর	পুষনার দিন	সাধারণ	—	কৃষি, পশুপূজা
২৬	শালেশ্বরী	ফাল্গুন চৈত্র	সাধারণ	—	বনদেবতা ও বৃক্ষ পূজা
২৭	গোরখনাথ	ফাল্গুন বৈশাখ	পুরুষ	গোরখনাথের গান	কৃষি, গো পূজা
২৮	তুলসী ঠাকুর	প্রায়শ:	সাধারণ	—	সর্বমঙ্গল কামনা
২৯	জগন্নাথ ও বলরাম ঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	কীর্তন	বৈষ্ণব দেবতা
৩০	জন্মাষ্টমী ও দধিকাদো	শ্রাবণ	পুরুষ	—	কৃষি, কৃষ্ণ পূজা
৩১	হনুমান ঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	—	বৃক্ষ পূজা, পশু পূজা (?)
৩২	মাশান, ভূত ইত্যাদি	শিবচতুর্দশী	সাধারণ	—	শিবানুগামী
৩৩	ধরম ঠাকুর	বৈশাখ	সাধারণ	ধরম ঠাকুরের গান	বিশ্বদেবতা
৩৪	গম্ভীরা ঠাকুর ও চড়ক	বিষুব সংক্রান্তি	পুরুষ	গম্ভীরা ঠাকুরের গান বা গম্ভীরা বা ভক্তিয়ার	শিব, কৃষি পূজা

নির্দেশ তালিকাঃ—

১। প্রফেসর শ্রীচারুচন্দ্র সান্যালের মতে কৃষ্ণবর্ণ রাজবংশীরা দক্ষিণ পূর্ব এবং বলবানশরীরা উত্তর-পূর্বদিকে কুলশীলত্ব গোপন করে। দ্রঃ—The Rajbanshis of North Bengal Page—136

২। প্রফেসর সান্যাল মহাশয় চক্রবর্তী ও শরবাতীকে একই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ—The Rajbanshis of North Bengal Page—134

৩। কানে কুলশীর পাতা দাবিন বা বহন করে বলে এই নামকরণ হইতে পারে।

৪। এই ১৬টি পদবী হইল 'নন্দানন (নিত্যানন্দ), বলরাম, গঙ্গাধর, চৈতন্য (চৈতন্ত), অদ্বৈত (অদৈত, উদয় (?), কানাইয়া, গোবিন্দ, পণ্ডিত, কৃষ্ণ, ঠাকুরাল (?), নরোত্তম (নরোত্তম ?), অধিকারী, গায়ন [illegible] (?), বসাইত। প্রফেসর চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ১৩টি এবং পদবীর স্থলে 'বাবুয়া' নামের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ—The Rajbanshis of North Bengal—89

৫। যাহারা মাটির মূর্তি তৈয়ারী করে এবং সোনাশিল্পের কার্যে নিযুক্ত উত্তর-বাংলায় তাহারা [illegible] মালী বলা হয়।

৬। মালভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে।

৭। দ্রঃ—সীমান্ত বাংলার লোকযান পৃঃ—২৭৯

৮। দ্রঃ—বাংলার লৌকিক দেবতা

৯। জলপাইগুড়ি জেলার সদর থানার অন্তর্গত মণ্ডলঘাট অঞ্চলের 'কালোবাড়ী' [illegible] স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে এখনও উঠিয়া থাকে।

১০। অতীতের ৩ দিনে অষ্টমীক্রিয়ার [illegible] শেষ হইত। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সময় এই প্রথাটি প্রচলিত হইয়াছে। দ্রঃ—The Rajbansis of North Bengal, Page—122

১১। বাংলাদেশের অন্যত্র অনিরুদ্ধ বাঙালী বলিয়া পরিচিত। দ্রঃ—প্রাচীন পুঁথি পরিচয় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

১২। দ্রঃ—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ডঃ সুকুমার সেন।

১৩। দ্রঃ—রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস ও কোচ-রাজবংশী জাতির ইতিহাস আর সংস্কৃতি।